



নিজের অংশোধনের  
ব্যবস্থাপত্র

23-July-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার  
সুন্নাতে ভরা বয়ান  
(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাঞ্জিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

## দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: অর্থাৎ যার এটা পছন্দ হয় যে, আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় আল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হোক, তবে তার উচ্চিৎ, আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করা।

(ফিরদাউসুল আখবার, ২/২৮৪, হাদীস ৬০৮৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “رَبِّيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

## গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয় কাজে যত ভালো নিয়ত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়তের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

- \* দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
- \* হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।
- \* প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।
- \* ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, বাগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো।
- \* تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ، اذْكُرُوا اللَّهَ، صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ইত্যাদি

শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনির মনতুষ্টির জন্য নিশ্চয়ই উত্তর প্রদান করবো। \* বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিহ করবো। \* বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। \* বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। \* যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিজের এবং অপরের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে একটি বিরাট অংশ রয়েছে, যারা এই উদ্দেশ্যকে ভুলে যাচ্ছে, সংশোধনের একটি অনন্য মাধ্যম হচ্ছে নফসকে পর্যবেক্ষণ করা (অর্থাৎ এরূপ চিন্তা ভাবনা করা যে, আমি কেমন আমল করছি)। আজ আমরা নফসকে পর্যবেক্ষণ করার গুরুত্ব এবং এর উপকারীতা সম্পর্কে শ্রবণ করবো। বুয়ুর্গদের নফসের মূল্যায়নের কিছু ঘটনাবলীও শ্রবণ করবো, বর্তমান যুগে আমরা দৈনিক নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণ কিভাবে করবো? এসম্পর্কেও কিছু বিষয় বয়ান হবে। আল্লাহ পাক যেনো সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়ত সহকারে শুনার সৌভাগ্য নসীব করে। আসুন! সর্বপ্রথম নফসের পর্যবেক্ষণের বরকত সম্বলিত একটি ঘটনা শুনি।

## ইজতিমায় উপস্থিত হওয়া সংশোধনের উপায় হয়ে গেলো

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “হিকায়াতে অউর নসিহতে” এর ৩৬৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: একদিন হযরত সায়িদুনা মনছুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লোকজনকে ওয়াজ-নসিহত করার জন্য মিন্বরে তাশরিফ নিয়ে তাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাবের ভীতি প্রদর্শন করছিলেন এবং গুনাহর কারণে ভীত করছিলেন। সবাই কাঁপতে কাঁপতে প্রায় মারা যাওয়ার উপক্রম হলো। ঐ মাহফিলে একজন গুনাহগার যুবকও ছিলো, সে তার গুনাহের কারণে কবরে কীভাবে যাবে, সেই ভয়েই চিন্তিত ছিলো। লোকটি যখন মজলিস থেকে চলে যাচ্ছিলো, তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো যে, বয়ান তার

মনকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। সে নিজের গুনাহে লজ্জিত হয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বললো: আম্মাজান! আপনি চান, আমি যেন শয়তানী খেল-তামাশা বাদ দিই এবং আল্লাহর নাফরমানী পরিত্যাগ করি, আজই আমি এসব পরিত্যাগ করলাম। সে মাকে আরো বললো: আমি হযরত সায্যিদুনা মনছুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইজতিমায় গিয়েছিলাম, আমি আমার গুনাহের কারণে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত। মা বললো: হে আমার প্রিয় বৎস! সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি তোমাকে সুন্দর ভাবে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিয়েছেন। গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য দান করেছেন। আমার একান্ত বিশ্বাস যে, আমার আল্লাহ তোমার কান্না করার ফলে অবশ্যই তোমার উপর দয়া করবেন। তোমাকে কবুল করে দয়া দেখাবেন। অতঃপর মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো: বাবা! নসিহতপূর্ণ বয়ান শ্রবনকালে তোমার অবস্থা কেমন ছিলো? উত্তরে সে কয়েকটি পংক্তি পাঠ করলো। পংক্তিগুলোর মর্মার্থ প্রায় এরূপ:

“আমি তাওবা করার জন্য আঁচল বিছিয়ে দিয়েছি। নিজেকে তিরস্কার করার মাধ্যমে আল্লাহর একান্ত অনুগত হয়ে গেছি। বয়ানকারী যখন আমার অন্তরকে আল্লাহর অনুগত হবার জন্য আহ্বান করলেন, আমার অন্তরের সমস্ত তালাই খুলে গেলো। হে আমার আম্মাজান! আমার এত গুনাহ থাকা সত্ত্বেও কি আল্লাহ আমার তাওবা কবুল করে নেবেন? আহ! আমার আল্লাহ আমাকে যদি বিফল ও ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দেন! কিংবা তাঁর দরবারে পৌঁছাতে না দেন! তাহলে তো আমার ক্ষতি ছাড়া আর কোনই পথ থাকবে না!”

সেই থেকে যুবকটি দিনের বেলা রোযা রাখতো এবং রাতের বেলা নামায পড়ে কাটাতো। এমনকি তার দেহ খুবই দুর্বল ও রুগ্ন হয়ে গেলো, গায়ের মাংস ঝরে গেলো, হাঁড়গুলো শুকিয়ে গেলো, রঙ হলদে হয়ে গেলো, একদিন তার মা তার জন্য ছাতু নিয়ে এলো এবং জোর করে বললো: আমি তোমাকে আল্লাহ পাকের শপথ দিচ্ছি! এগুলো পান করে নাও, তোমার শরীর খুবই পরিশ্রমী হয়ে উঠেছে। অতএব মায়ের আদেশ মান্য করতে গিয়ে সে যখনই পাত্র হাতে নিলো, সাথে সাথে অস্থির হয়ে কান্না জুড়ে দিলো আর আল্লাহর বাণীর এই অংশটি যেনো স্মরণ করতে লাগলো:

يَجْرَعُهُ وَلَا يَكْدُ يُسِيغُهُ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতি কষ্টে তা থেকে

অল্পঅল্প করে গলধঃ করণ করবে এবং গলার নিচে অবতরণ করানোর আশাই থাকবে না। (পারা ১৩, সূরা ইবরাহীম, আয়াত ১৭) অতঃপর সে সজোরে কান্না করা শুরু করে দিলো, এক পর্যায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। দেখতে দেখতেই সে ইন্তিকাল করলো।

(হেকায়াতে অউর নসিহতে, ৬৩৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা দেখলেন তো! দিনরাত গুনাহে লিপ্ত থাকা যুবক একটি ইজতিমায় উপস্থিত হলো এবং এতে হওয়া হৃদয় বিদারক বয়ান শুনলো, তখন তার অমস্তরে এমন মাদানী পরিবর্তন এবং নিজের সংশোধনের প্রেরণা জাগ্রত হয়ে গেলো যে, সারা রাত আল্লাহ পাকের ইবাদত করতো, দিনে রোযা রাখতো এবং খোদাভীতির কারণে সর্বদা নিজের অতীতের গুনাহের প্রতি লজ্জিত থাকতো। এই অবস্থায় সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেলাম যে, নেক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়, নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণ এবং নিজের সংশোধনের অনন্য উপায় যে, এর বরকতে যেমনিভাবে প্রতিদান ও সাওয়াবের অসংখ্য ভান্ডার হাতে আসে, তেমনিভাবে মানুষের তাওবারও তৌফিক অর্জিত হয়, নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণ করা এবং নিজের সংশোধনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমাদেরও দা'ওয়াতে ইসলামীর ইসলামী বোনদের অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুনাতে ভরা ইজতিমায় সম্মিলিত ভাবে অবশ্যই অংশগ্রহণ করা উচিত। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** এই মুবারক ইজতিমা, কোরআন তিলাওয়াত, নাতে রাসূল, সুনাতে ভরা বয়ান, ভাব গাভির্ষপূর্ণ দোয় এবং সালাত ও সালাম এবং আমীরে আহলে সুনাত **وَدَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় বাণী দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। এই ইজতিমা সমূহে অংশগ্রহণের বরকতে শুধু ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ হয় না বরং **হুকুকুল্লাহ** অনুসারী হওয়ার পাশাপাশি নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার প্রেরণাও অর্জিত হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমরা দেখি যে, কিছু লোক রয়েছে, যারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় লিপ্ত হয়ে আছে, কারো পরিবারের ব্যয় সংকুলান হয় না,

কেউ ঋণগ্রস্ততার শিকার, কেউ করোনা ভাইরাসের মহামারির কারণে প্রভাবিত, মোটকথা! আমাদের সমাজে অভাব এবং বরকত শূন্যতার কান্নাকারী অনেক, চিন্তা করুন! এর কারণ এটা তো নয় যে, আমরা গুনাহ করতে ভয় করছিলাম? বিপদের কারণে আমাদের নিজেদেরই মন্দ আমল নয় তো? কেননা বর্তমানে আমাদের সমাজে গুনাহের ব্যবসা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, **أَلْمَلَأُوا الصُّلْحَانَ وَالْمَغْفِيلَ** (আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখো)। দূর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ মানুষ আমল হীনতার শিকার, না বান্দার হক আদায় করছে আর না আল্লাহর হক নষ্ট করতে কোন অনুভূতি, নেকী করা নফসের জন্য খুবই কষ্টকর আর গুনাহ করা খুবই সহজ হয়ে গেছে। প্রয়োজনীতা ও সুবিধা অর্জনে সীমাহীন চেষ্টা অধিকাংশ মুসলমানকে আখিরাতে চিন্তা খেবে একেবারেই উদাসিন করে দিয়েছে। গালি দেয়া, অপবাদ লাগানো, কু-ধারণা করা, গীবত করা, চোগলখুরী করা, মানুষের দোষ ত্রুটি জানার চেষ্টায় লেগে থাকা, মানুষের দোষ প্রকাশ করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা ওয়াদা করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, কাউকে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কষ্ট দেয়া, ঋণ পরিশোধ না করা, কারো জিনিস সাময়িকভাবে নিয়ে ফিরিয়ে না দেয়া, ইসলামী বোনকে মন্দ উপাধী দ্বারা ডাকা, কারো জিনিস তার অপছন্দ হওয়ার পরও বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা, চুরি করা, অপকর্ম করা, সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, পিতামাতার অবাধ্যতা এবং তাদের কষ্ট দেয়া, আমানতের খেয়ানত করা, ধোকাবাজি করা, কুদৃষ্টি দেয়া, মহিলারা পুরুষের নকল করা, বেপর্দা হওয়া, গর্ব, অহঙ্কার, হিংসা, লৌকিকতা, নিজের মনে কোন ইসলামী বোনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, কোন ইসলামী বোনের রোগ, কষ্ট বা ক্ষতিতে খুশি হওয়া, রাগ আসলে শরীয়াতের সীমা অতিক্রম করা, গুনাহের লালসা, সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করা, কৃপণতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি বিষয় আমাদের সমাজে খুবই নির্বাকভাবে করা হয়। একটু ভাবুন তো! এরূপ গুনাহের পরও যদি আমরা কষ্টের সম্মুখীন হবো না তো কি হবো?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো! যদি আমরা উন্নতি ও বরকতের আকাঙ্ক্ষী হই, বিভিন্ন বিপদাপদ ও বঞ্চনা থেকে বিরত থাকতে চাই তবে আমাদের গুনাহের আপদ থেকে মুক্তি অর্জন করে নেকীর সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে। হে আল্লাহ

পাক! আমরা যেনো গুনাহ থেকে বিরত থাকি এবং আমাদের কষ্ট যেনো দূর হয়ে যায়। **أَمِينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

## নফসকে পর্যবেক্ষণ ও কোরআন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং অধিকহারে নেকী করার একটি অনন্য পদ্ধতি হলো অটলতার সহিত নিজের আমলের প্রতি চিন্তা ভাবনা করা। যে ইসলামী বোন এই অনন্য অভ্যাসকে আপন করে নেয় এবং প্রতিদিন নিজের আমল পর্যবেক্ষণ (Self accountability) করে তবে তার আচরণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়ে যায়, সে গুনাহের পিছু ছাড়তে থাকে, আমলের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার গুরুত্বের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করা যেতে পারে যে, কোরআন ও হাদীসে রীতিমতো এর প্রতি উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে।

২৮তম পারার সূরা হাশরের ১৮নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَمَنُّوْا  
نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

(পারা ২৮, সূরা হাশর, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, আর প্রত্যেকের দেখা উচিত, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে।

এই আয়াতে করীমায় বলা হয়েছে: নিজের আমল পর্যবেক্ষণ করে নাও, এর পূর্বে যে, তোমার হিসাব নেয়া হবে এবং চিন্তা ভাবনা করো যে, তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থাপন করার জন্য নেক আমলের কতটুকু ভান্ডার জমা করেছো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২৮ পারা, আল হাশর, ১৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১০৬) তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো! এক মুহূর্ত চিন্তা ভাবনা করা অসংখ্য যিকির করার চেয়ে উত্তম। নিজের আমলের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা খুবই উত্তম আমল আর এটাই হলো মুরাকাবা। (সীরাতুল জিনান, ১০/৮৯)

হাদীসে পাকে রাসূলে পাক **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**ও অসংখ্যবার আমল পর্যবেক্ষণের উৎসাহ ইরশাদ করেছেন। আসুন! এব্যাপারে প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর কয়েকটি বাণী শ্রবণ করি।

## পরকালিন চিন্তা ভাবনা করা সম্পর্কিত হযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী

১. ইরশাদ হচ্ছে: যখন তোমরা কোন কাজ করতে চাও, তবে তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে নাও, যদি তা ভাল হয় তবে তা করে নাও আর যদি তার পরিণতি (Result) ভুল হয় তবে তা থেকে বিরত থাকো।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, হরফুত তা, ৩য় অংশ, ২/৪৪, হাদীস ৫৬৭৩)

২. ইরশাদ হচ্ছে: বুদ্ধিমানের জন্য একটি মুহূর্ত এমন হওয়া উচিত, যাতে সে নিজের নফসকে পর্যবেক্ষণ করে নিবে। (শুয়াবুল ইমান, বারু ফি তা'দীদ নেয়মালাহ..., ৪/১৬৪, হাদীস ৪৬৭৭)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: (আখিরাতের ব্যাপারে) কিছুক্ষণ সময়ের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ষাট (৬০) বছরের (নফল) ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, আত তাকফীর, ৩য় অংশ, ২/৪৮, হাদীস ৫৭০৭)

## নফসকে পর্যবেক্ষণের উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আয়াতে মুবারাকা, এর তাফসীর এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী দ্বারা জানা গেলো! আমাদের ধর্মে নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণ করার প্রবল উৎসাহ দেয়া হয়েছে, কেননা ★ নফসকে পর্যবেক্ষণ করার কারণে মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকে। ★ নেকী করা সহজ হয়ে যায়। ★ আল্লাহ পাক এবং বান্দার হক সমূহ আদায় করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ★ মনে খোদাভীতি জাগ্রত হয়। ★ মানুষের জাহির ও বাতিনে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। ★ মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতির মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ★ আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণে চলার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ★ ভাল অভ্যাস সৃষ্টি হয়। ★ মন্দ অভ্যাস থেকে মুক্তির মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ★ মোটকথা নফসকে পর্যবেক্ষণের কারণে দুনিয়ায়ও সহজতা হয় এবং আখিরাতও ভাল হয়ে যায়।

এই কারণেই আমাদের ধর্ম নফসকে পর্যবেক্ষণ করার শিক্ষা দেয়। আসুন! নফসকে পর্যবেক্ষণ করার সংজ্ঞা শ্রবণ করি, যাতে আমরা আরো বেশি ভালভাবে নিজের আমল পর্যবেক্ষণ করতে সফল হতে পারি।

## পর্যবেক্ষণ (হিসাব) কি?

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ নিজের প্রসিদ্ধ কিতাব “ইহইয়াউল উলুম” এ বলেন: আমলের আধিক্য, সংখ্যায় বেশি এবং ক্ষতির চিহ্নিত করার জন্য যে চিন্তা ভাবনা করা হয় তাকে পর্যবেক্ষণ বলা হয়, যদি বান্দা নিজের সারা দিনের আমলকে সামনে রাখে যাতে তাতে কম বেশি সম্পর্কে জানা যায়, এটাই হলো যাচাই। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৩১৯)

## পরকালিন চিন্তা ভাবনা কাকে বলে?

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ আমাদেরকে নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণ করার মানসিকতা দিতে থাকেন, মানুষের উচিত যে, আখিরাতের হিসাবে নিজের জীবন ব্যবস্থার প্রতি চিন্তা ভাবনা করা, অতঃপর যে কাজ তার আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তা সংশোধনের চেষ্টা করা আর যে কাজ আখিরাতের হিসাবে উপকারী মনে হয় তাতে উন্নতি সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অটলতার সহিত নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণ করাতে বরকত অর্জিত হয়, এই কারণেই বুয়ুর্গানে দ্বীনরা رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُبِينِ প্রবল দৃঢ়তার সহিত নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তাতে কোনভাবেই অলসতা প্রদর্শন করতেন না। আসুন! এ প্রসঙ্গে বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُبِينِ কিছু ঘটনাবলী শুনি।

## আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো!

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: আমি একটি বাগানে গেলাম, তখন সেখানে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর আওয়াজ শুনলাম, আমরা উভয়ের মাঝে একটি দেয়াল প্রতিবন্ধক হিসাবে ছিলো এবং তিনি বলছিলেন: ওমর, খাত্তাবের সন্তান এবং আমীরুল মুমিনিনের পদবী! বাহ কতইনা সুন্দর! হে ওমর! আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমাকে কঠিন আযাব দিবেন। (তারিখুল খোলাফা, ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ফসলু ফি নাযয মিন সীরাতুহু, ১০২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় সাহাবী। তিনি

সেই ফারুককে আযম, যার ছায়া দেখেও শয়তান পালিয়ে যায়। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলু আসহাবিন নবী, বাবু মানাকিব ওমর বিন খাত্তাব, ২/৫২৬, হাদীস ৩৬৮৩) ★ যাকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন জবান মুবারক দ্বারা জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলু আসহাবিন নবী, বাবু মানাকিব ওমর বিন খাত্তাব, ২/৫২৫, হাদীস ৩৬৭৯) ★ যার সম্পর্কে আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এরূপ দোয়া করেছেন: হে দয়ালু আল্লাহ! হযরত ওমর বিন খাত্তাবের (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) মাধ্যমে ইসলামকে সম্মান দান করো। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ফদলে ওমর, ১/৭৭, হাদীস ১০৫) ★ যার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোরআনে করীমের আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ হয়। (তারিখুল খোলাফা, ৯৬ পৃষ্ঠা। আস সাওয়াকিল মাহরিকাতি, ৯৯ পৃষ্ঠা)

## ফারুকী চরিত্রের উপর আমল করণ!

এতই উচ্চ শান ও শওকতের পরও আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফরুককে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং নিজেকে উপদেশ দিতেন যে, হে ওমর! আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো। হে ওমর! আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো। যখন তাঁর নফসকে পর্যবেক্ষণের অবস্থা এমন তখন আমরা যারা গুনাহে ডুবে আছি, দিনরাত উদাসীনতায় জীবন অতিবাহিত করি, আমাদের নিকট তো নেকীর নাম গন্ধও নেই, আমাদের নিজের নফসকে পর্যবেক্ষণ করা কতটুকু প্রয়োজন? আসুন! আল্লাহ পাকের একজন নেককার বান্দার ঘটনা শুনি, তিনি নিজের আমলকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন।

## দিন ও গুনাহের হিসাব

হযরত তাওবাহ বিন সিন্মাহ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ নিজের নফসকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে একদিন হিসাব করলেন, তখন তার বয়স ৬০ বছর ছিলো, দিনের হিসাব করলে তখন একুশ হাজার পাঁচশত (২১৫০০) দিন হলো। তিনি চিৎকার করে উঠলেন এবং বললেন: হায় আফসোস! (যদি আমি প্রতিদিন একটি গুনাহও করি তবে) আমি সত্যিকার বাদশাহের (আল্লাহ পাকের) সাথে একুশ হাজার পাঁচশত গুনাহ সহকারে সাক্ষাত করবো, অথচ প্রতিদিন হাজারো গুনাহ করেছি হয়তো, তবে কি অবস্থায় হবে, একথা ভেবেই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং তাঁর ওফাত

হয়ে গেলো। লোকেরা কাউকে তাঁর সম্পর্কে বলতে শুনেছেন: “হে ব্যক্তি! মহান ফেরদাউসের দিকে যাও।” (ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল মুরাকাবাতি ওয়াল মুহাসাবাতি, ৫/১৩৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে এটা তো ভাবাও যাবে না যে, হযরত তাওবাহ বিন সিন্মাহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ গুনাহে লিপ্ত ছিলেন হয়তো, নিঃসন্দেহে তাঁর পবিত্র জীবন গুনাহ থেকে অনেক দূরে ছিলেন, কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাবি। কেননা আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা দিনে একটি নয় ডজন খানেক বরং অসংখ্য গুনাহ করে থাকি, কেননা দূর্ভাগ্যক্রমে এখন তো কদমে কদমে গুনাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে বান্দা একাকিত্ব অবলম্বন করে গুনাহ থেকে বাঁচতে সফল হতে পারতো, কিন্তু এখন মোবাইলের জন্য গুনাহ থেকে বাঁচার মতো একাকিত্ব হয়তো কারো নসীব হয়ে থাকে, সারাদিনের কৃত এই গুনাহগুলোকে নিজের জীবনের দিনগুলো দিয়ে গুণ করুন তখন ফলাফল সম্ভবত লাখের ঘরে পৌঁছে যাবে। ভাবুন তো! এতগুলো গুনাহ সহকারে আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে কিভাবে উপস্থিত হবো। তাই এখনই সময়, এখনই দৃঢ় তাওবা করে নিন এবং ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বাঁচার দৃঢ় নিয়ত করে নিন আর আহ! যদি প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে সারা দিনের আমলের প্রতি চিন্তা ভাবনা করার তৌফিকও নসীব হয়ে যেতো।

এই ঘটনা থেকে একটি বিষয় এটাও জানা গেলো! যে ব্যক্তি নিজের আমলের প্রতি চিন্তা ভাবনা করে এই দুনিয়া থেকে যায়, তখন আল্লাহ পাক বান্দাদের মাঝে এরূপ ঘোষণা (Announcement) করান যে, সে জান্নাতে চলে গেছে। সুতরাং আমাদেরও নফসকে পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ পরকালিন চিন্তা ভাবনা করাকে অভ্যাস বানিয়ে নেয়া উচিত।

### নফসকে পর্যবেক্ষণ করার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যে মুসলমান আখিরাতের মুনাফা অর্জনের ইচ্ছা রাখে, তার উচিত যে, নিজের কৃত আমলের প্রতি চিন্তা ভাবনা করা, যে আমল তাকে মুনাফা প্রদানকারী সহায়ক (Contributor) হবে, তা আরো উন্নত করা এবং যে কাজ

তাকে মুনাফা অর্জনে প্রতিবন্ধক হবে, তা ছেড়ে দেয়া, যদি সেই মুসলমান এভাবে নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণ করা অব্যাহত রাখবে, সে আল্লাহ পাকের তৌফিকে সফলতা অর্জন করবে এবং মুনাফা হিসাবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** তার জান্নাতে প্রবেশাধিকার নসীব হবে। যদি এরূপ করার পরিবর্তে “উদাসিনতার ঘুমে” আচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে সে ক্ষতির মধ্যে থাকবে, যার পরিণতি দোযখে প্রবেশাধিকার হিসাবে সামনে আসতে পারে। **(وَالْعَبَاثُ بِاللَّهِ)** (আল্লাহর পানাহ)

**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** আমীরে আহলে সুনাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** সহজ ও অনন্য পদ্ধতিতে চিন্তা ভাবনা করার ব্যাপারে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, তিনি সহজে নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত শরীয়াত ও তরীকতের অনন্য সমষ্টি “মাদানী ইনআমাত” নামে প্রশ্নোত্তর আকারে পুস্তিকা প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের জন্য ৯২টি, ধর্মীয় শিক্ষার্থীনিদের জন্য ৮৩টি, শিশুদের জন্য ৪০টি, বিশেষ (অর্থাৎ বোবা বধির) ইসলামী ভাইদের জন্য ২৭টি মাদানী ইনআমাত প্রদান করেছেন।

## মাদানী ইনআমাতের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! “মাদানী ইনআমাত” এর মহান উপহার শুধু বুয়ুর্গানে দ্বীনদের **رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَرِّينَ** স্মরণ করিয়ে দেয় না বরং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে চলে চিন্তা ভাবনা করার অনন্য উপায়ও বটে, এই মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে আমরা আমাদের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার মহান প্রেরণা পেতে পারি। মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা খুলে এতে প্রদত্ত প্রশ্নাবলীর উত্তরে নিজেই “হ্যাঁ” অথবা “না” এর মাধ্যমে নিজেই নিজের আমলের ভাল মন্দ বিচার করে নিজের ভুল সমূহ সুধরাতে পারবে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** অসংখ্য ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনিরা প্রতিদিন “পরকালিন চিন্তা ভাবনা” করে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকায় প্রদত্ত ছক পূরণ করে থাকে, যার বরকতে নেককার হওয়া এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পথে আসা প্রতিবন্ধকতা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে দূর হতে থাকে, সুনাতের অনুসারী, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফায়তের জন্য চেষ্টা

করার মানসিকতাও নসীব হয়। যদি আপনি এই পুস্তিকা নিজের কাছে রাখেন, বারবার দেখতে থাকেন, চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন তবে শুধু আখিরাতের স্মরণ আসবে না বরং নেক আমল করার এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার মানসিকতাও সৃষ্টি হবে। মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা নিজেকে উপদেশ দেয়ার অনন্য মাধ্যম (Source)। আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরাও رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ নিজেদেরকে উপদেশ দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন গ্রহণ করতেন।

## নিজের আমলকে পর্যবেক্ষণকারী বুয়ুর্গ

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ সম্পর্কে বর্ণিত আছে: তিনি একটি চাবুক ঝুলিয়ে রেখেছিলেন এবং বলতেন: “চার পা বিশিষ্ট পশুর চেয়ে আমি এর বেশি হকদার।” যখন কিছুটা অলসতা অনুভব করতেন তখন নিজের হাঁটুতে চাবুক দ্বারা একটি বা দু’টি আঘাত করতেন। (আল্লাহ ওয়ালৌ কি বাত্, ২/২০৩)

## খাওয়ার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর যুগ প্রসিদ্ধ কিতাব “ফয়যানে সুন্নাত” ১ম খন্ডের ২২৯ পৃষ্ঠা থেকে খাওয়ার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ❖ প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হেলান দিয়ে খেতেন না। (আবু দাউদ, ৩/৪৮৮, হাদীস ৩৭৬৯) ❖ টেবিলের উপর রেখে খাবার খেতেন না। (বুখারী, ৩/২৪, হাদীস ৫৫৩৮৬) ❖ যা পেতেন তাই খেতেন। (মুসলিম, ১১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৫২) ❖ পরিবারের লোকদের নিকট থেকে খাবার চেয়ে নিতেন না এবং তাদের নিকট প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করতেন না, যদি তারা উপস্থাপন করতেন তাহলে খেয়ে নিতেন, তারা যা কিছু সামনে রাখতেন তা গ্রহণ করতেন আর যা কিছু পান করাতেন তা পান করে নিতেন। (ইত্তিহাফুস সাদাত, ৮/২৪৮) ❖ অনেক সময় নিজে উঠে পানাহারের বস্তুগুলো নিয়ে নিতেন। (আবু দাউদ, ৪/৫, হাদীস ৩৮৫৬) ❖ হযরত صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজের সামনে থেকে শুরু করতেন। (শুয়াবুল ইমান, ৫/৭৯, হাদীস ৫৮৪৬) ❖ এবং তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করতেন। (মুসল্লিফ আবী শায়বাহ, ৫/৫৫৯, হাদীস ৩) ❖ আর কোন সময় চার আঙ্গুল দিয়েও খেয়ে নিতেন। (জামে সগীর, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৯৪২) কিন্তু দুই আঙ্গুল দ্বারা খাবার খেতেন না। প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এটা শয়তানের খাওয়ার

পদ্ধতি।” (জামে সাগীর, ৫/২৪৯, হাদীস ৬৯৪০) ❀ যবের (অমসৃণ) আটা, আলাদা করা হয়নি এমন আটার রুটি আহার করতেন। (বুখারী, ৩/৫৩১, হাদীস ৫৪১০) ❀ **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খাবার প্রায়ই খেজুর ও পানি দিয়ে হত। (বুখারী, ৩/৫২৩, হাদীস ৫৩৮৩) ❀ **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দুধ ও খেজুর একত্রে ব্যবহার করতেন এবং সেটাকে উত্তম খাবার সাব্যস্ত করতেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৩৮৫, হাদীস ১৫৮৯৩) ❀ **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পছন্দনীয় খাদ্য ছিল মাংস। (তিরমিযী, ৫/৫৩৩, হাদীস ১৭৮) ❀ **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করতেন: “মাংস কানের শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি করে আর দুনিয়া ও আখিরাতের খাবারের সর্দার। যদি আমি আল্লাহর নিকট চাইতাম যে, আমাকে প্রতিদিন মাংস প্রদান করো তবে প্রদান করতেন। (ইত্তিহাফুস সাদাত, ৮/২৩৮) ❀ **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ মাংস ও লাউ দিয়ে তরকারী তৈরী করে খেতেন (অর্থাৎ মাংস ও লাউ শরীফের তরকারীতে রুটির টুকরা ভালভাবে ভিজিয়ে আহার করতেন।) (ইত্তিহাফুস সাদাত, ৭/২৩৯) ❀ **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ যখন মাংস খেতেন, তখন সেটার দিকে পবিত্র মাথাকে ঝুঁকাতেন না। (ইত্তিহাফুস সাদাত, ৭/২৩৯) বরং সেটাকে নিজের মুখ মুবারকের দিকে উঠাতেন অতঃপর দাঁত মোবারক দিয়ে কাটতেন। (তিরমিযী, ৩/৩২৯, হাদীস ১৮৪২) ❀ **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট ছাগলের মাংসের মধ্যে রান ও ঘাড়ের মাংস পছন্দনীয় ছিল। (তিরমিযী, ৩/ ৩৩০, হাদীস ১৮৪২, ১৮৪৪) ❀ **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ পাকস্থলি (খাওয়া) পছন্দ করতেন না, কারণ তা প্রশ্রাবের (খলির) নিকটবর্তী হয়ে থাকে। (কানযুল উম্মাল, ৭/৪১, হাদীস ১৮২১২) ❀ **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট প্লীহা (খাওয়ার প্রতি) ঘৃণা ছিল কিন্তু সেটাকে হারাম সাব্যস্ত করেননি। (ইত্তিহাফুস সাদাত, ৮/২৪৩) ❀ **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর মোবারক আসুলগুলো দিয়ে থালা চেটে খেতেন এবং ইরশাদ করতেন: “খাবারের শেষাংশে বরকত বেশী থাকে। (শুয়াবুল ইমান, ৫/৮১, হাদীস ৫৮৫৪) ❀ **হযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট তাজা ফলের মধ্যে তরমুজ ও আঙ্গুর বেশি পছন্দনীয় ছিল। (কানযুল উম্মাল, ৭/৪১, হাদীস ১৮২০০) ❀ তরমুজ, রুটি ও চিনি দিয়ে আহার করতেন। (ইত্তিহাফুস সাদাত, ৮/২৩৬) ❀ অনেক সময় ভেজা খেজুরের সাথে (তরমুজ) খেতেন। (তিরমিযী, ৩/৩৩২, হাদীস ১৮৫০) ❀ উভয় হাতের দ্বারা সাহায্য নিতেন। একদা ভেজা খেজুর ডান হাতে খাচ্ছিলেন আর বাঁচি বাম হাতে রাখছিলেন। একটি ছাগল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ সেটাকে বাঁচি সহকারে ইশারা করলেন: সেটা **হযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর বাম হাত থেকে বাঁচিগুলো খেতে

লাগল এবং তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ডান হাতে খাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অবসর হলেন। তখন সেটাও চলে গেল। (ইত্তিহাফুস সা'দাত, ৮/২৩৭) ❦ আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কাঁচা রসুন, কাঁচা পিঁয়াজ ও গিনদানা (এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত সবজী) খেতেন না। (ভারীখে বাগদাদ, ২/২৬২) ❦ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কখনো কোন খাবারকে মন্দ বলেননি। যদি ভাল লাগতো খেয়ে নিতেন আর পছন্দ না হলে তার মোবারক হাত থামিয়ে নিতেন।

(মুসলিম, ১১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৬৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ